ইয়াজিদের ভয়াবহ পরিণতি

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

ইয়াজিদের ভয়াবহ পরিণতি

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ হোসাইন বিচন আহমদ কাউওয়াজ বিসতামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে এ দোয়া করি যে; **(হে আল্লাহ্!)** আমি স্বপ্নে আবু সালিহ মুয়াজ্জিনকে দেখতে চাই। (অতঃপর আমার দোয়া কবুল হয় আর) আমি স্বপ্নে তাঁকে ভাল অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: হে আবু সালিহ! আমাকে সেখানকার খবর দিন। বললেন: হে আবুল হাসান! যদি আমি **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্বত্ত্বার উপর অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ না করতাম। তবে আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম।

(সাআদাতুত দারাঈন, আল বাবুর বাবে ফিমা ওয়াদা মিন লাতাযিফ..... আল লতিফাতুস সালাছুন, ১৩৬ পৃষ্ঠা)

চারায়ে বে চারগা পর হো দরূদে ছদ হাজার,
বে কছু কে হামি ও গমখার পর লাখো সালাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

✻ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ✻ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ✻ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব। ✻ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকব।

www.dawateislami.net

✻ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!, اَذْكُرُ الله, تُوْبُوْا اِلَى الله ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ✻ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

✻ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াব। ✻ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ✻ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। ✻ ১৪ পৃারার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌছিয়ে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ✻ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ✻ কবিতা পাঠ করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ✻ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব। ✻ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ✻ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা মুহার্‌রামুল হারামের মাস, আর এই মাস হল সেটাই যেটাতে কারবালার ঘটনা ঘটেছিল। যেটাতে ইয়াজিদ ও ইয়াজিদ বাহিনী রাসূলের দৌহিত্র হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ও কমপক্ষে বাহাত্তর (৭২) সম্মানীত বুযুর্গদের সাথে অমানবিক আচরণ করেছে নয় বরং তাঁদের মধ্য থেকে অনেককে হত্যা করে নিজেদের হাতকে রঙ্গিন করে জুলুম ও বেআদবীর তুফানকে বিস্তৃতি করল। যেই কাহিনীটা আশেকানে সাহাবা ও আহলে বাইতের জন্য কষ্টের কারণ। নাপাক ইয়াজিদ, ইবনে যিয়াদ এবং যে লোকেরা ঐ বেয়াদবের সাথে ঐ সমস্ত মোবারক বুযুর্গদের কষ্ট ও শাহাদাতের দায়িত্ব নিয়েছিল। ঐ সব দূভার্গাদের দুনিয়ার মধ্যেই ভয়ানক পরিণতি হয়েছিল এবং আখিরাতেও তাদেরকে অপমান ও অপদস্তের মুখোমুখি হতে হবে। আসুন! পাপিষ্ট ইয়াজিদের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং তার ভয়ানক পরিণতির ব্যাপারে কিছু শুনি:

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

পাপিষ্ট ইয়াজিদ কে ছিল?

ইয়াজিদ ঐ দূভার্গা ব্যক্তি যার কপালের মধ্যে আহলে বাইয়ে কিরামদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان নিরাপরাধদের হত্যার দাগ রয়েছে। যাকে সকল যুগের দুনিয়াবাসী নিন্দা করতে থাকবে এবং কিয়ামতের দিন তার নাম খুবই অসম্মান ও অপমানের সাথে নেওয়া হবে। এই খারাপ অন্তর সম্পন্ন লোকটি ২৫ হিজরীতে দামেস্কে জন্মগ্রহণ করে। খুব মোটা, বিশ্রি, অধিক চুল বিশিষ্ট, দুশ্চরিত্র, বদ মেজাজ, ফাসেক, ফাজের, মদ্যপায়ী, বদকার, অত্যাচারী বেআদব ছিল। তার মন্দ স্বভাব এবং এক গুয়েমীর অবস্থা এমনি ছিল, যেগুলোর কারণে লম্পটরাও লজ্জিত হয়ে যেত। যাদের সাথে শরয়ীভাবে বিয়ে হারাম ইয়াজিদ তাদের সাথে বিয়ের প্রথা প্রচলনকারী। সুদ ও অন্যান্য হারাম কাজের প্রকাশ্য পালনকারী।

www.dawateislami.net

গায়বের সংবাদ দাতা আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও তাঁর পবিত্র যুগে সময়ে সময়ে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে পাপিষ্ট ইয়াজিদের ফিতনা থেকে সাবধান করেছিলেন। যেমন-

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: **আমি নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "اَوَّلُ مَنْ يُّبَدِّلُ سُنَّتِیْ رَجُلٌ مِّنْ بَنِیْ اُمَيَّةَ يُقَالُ لَهٗ يَزِيْدُ অর্থাৎ আমার সুন্নাতকে সর্ব প্রথম পরিবর্তনকারী হল বনী উমাইয়ার এক ব্যক্তি, তার নাম হল ইয়াজিদ।" অন্য জায়গায় ইরশাদ করেন: "আমার উম্মতের মধ্যে ন্যায়-নীতি অব্যাহত থাকবে এমনকি প্রথম পরিবর্তনকারী বনী উমাইয়ার এক ব্যক্তি, যার নাম ইয়াজিদ হবে।"[১]

নাপাক ইয়াজিদের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ব্যাপারে **মদীনার সুলতান, রহমতে আলামীয়ান** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভবিষ্যত বানীর কারণে প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ নিজের ওপাতের পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত এই দোয়া পাঠ করতেন: اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ رَأْسِ السِّتِّيْنَ وَاِمَارَةِ الصِّبْيَان অর্থাৎ হে **আল্লাহ্**! আমি তোমার কাছে ৬০ হিজরীর শুরু থেকে এবং ছেলেদের রাজত্ব থেকে আশ্রয় চায়। অতঃপর তাঁর দোয়া কবুল হল এবং ৫৯ হিজরীতে (মদীনায়ে তৈয়্যবায়) তাঁর ইন্তেকাল হয় (এবং ঠিক ৬০ হিজরীতেই পাপিষ্ট ইয়াজিদ সিংহাসনে বসে যায়।)[২]

পাপিষ্ট ইয়াজিদের অত্যাচার

সদরুল আফাযীল হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ পাপিষ্ট ইয়াজিদের হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর প্রতি শত্রুতার কারণ এবং ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের পর ইয়াজিদের পক্ষ থেকে মক্কা ও মদীনা শরীফের মুসলমানদের উপর চরম জুলুম নির্যাতনের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

---

[১] (ফিরদাসুল আখবার, ২/৭২৪, হাদীস- ৭৭০)

[২] (ঈমদাতুল ক্বারী, কিতাবুল ইলম, বাবু হিফযুল ইলম, ২/২৬১, নম্বর- ১২০)

www.dawateislami.net

হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর অস্তিত্যটা ইয়াজিদের স্বাধীনতা হস্তক্ষেপের জন্য তিনি বড় হিসাব গ্রহণকারী ছিলেন। সে জানত যে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মোবারক যুগে সে নির্লজ্জতার সুযোগ পাবে না আর অপকর্ম ও পথভ্রষ্টতা কখনো হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সহ্য করবেন না এবং তার দৃষ্টিতে সব সময় ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর দ্বীনদারীর চাবুক তার মাথার চর্তুপার্শ্বে ঘুরপাক খাচ্ছে এই কারণে সে আরো বেশি হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর প্রাণের শত্রু ছিল, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর শাহাদাতের কারণে সে বেশি খুশী হয়। আর এই জন্যই হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ছায়া রহিত হয়ে গেল। আর ইয়াজিদ সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে গেল এবং বিভিন্ন প্রকারের গুনাহের বাজার গরম হয়ে গেল। বেভিচার, ভাই বোনের মধ্যে বিয়ে, সুদ, মদ-এর প্রথা চালু হয়ে গেল। নামাযের ধারাবাহিকতা উঠে গেল এবং বিদ্রোহিতার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছল। দুশ্চরিত্র এমনকি জোর প্রয়োগ করল যে, মুসলিম বিন উকবাকে ১২ হাজার অথবা ২০ হাজার অসভ্য সৈন্য নিয়ে মদীনায়ে তৈয়্যবা আক্রমনের জন্য পাঠাল, এটা ৬৩ হিজরীর ঘটনা। ঐ হতভাগা সৈন্যরা মদীনায়ে তৈয়্যবা (زَادَهَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّ تَعْظِیْمًا) এর মধ্যে এমনি তুফানের চালাল যে, **আল্লাহ্**র পানাহ! হত্যা, লুণ্ঠন এবং বিভিন্ন ধরণের অত্যাচার রাসূলুল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীদের উপর চালাল। সেখানে অবস্থানকারীদের ঘর-বাড়ী লুঠপাট করল। ৭০০ সাহাবীগণকে عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان শহীদ করে দিল এবং অন্যত্র বসবাসকারী ১০ হাজারের চেয়েও অধিক সংখ্যককে শহীদ করে দিল। ছেলেদেরকে বন্ধি করে ফেলল। এমন খারাপ আচরণ করেছিল যা বলা অসম্ভব। মসজীদে নববী শরীফ زَادَهَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّ تَعْظِیْمًا এর পিলারে ঘোড়া বেঁধে ছিল। তিন দিন পর্যন্ত মসজিদ শরীফের মধ্যে লোকেরা নামায আদায় করতে পারেনি। শুধুমাত্র হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ পাগল সেজে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন হানজালা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا বলেন: ইয়াজিদের অপকর্মের সীমা এই পর্যন্ত পৌঁছে ছিল যে, আমার ধারণা হয়েছিল যে তার অপকর্মের কারণে কখনো না আসমান থেকে পাথর বর্ষিত হয়। তারপর এই অসভ্য সৈন্যরা মক্কায়ে মুকার্‌রমার দিকে রাওয়ানা হল।

www.dawateislami.net

রাস্তায় সৈন্যদলের নেতা মারা গেল এবং অন্যজনকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হল। মক্কা মুয়াজ্জমা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا পৌঁছে ঐ বেদ্বীনরা মিনজানিকের মাধ্যমে পাথরের বর্ষন করতে লাগল। (মিনজানিক হল; পাথর নিক্ষেপের সংঞ্জাম, যেটার নিশানা খুবই পাকা পোক্ত এবং তা দূর থেকে ছোড়া হয়) এই কালো পাথর বর্ষনে হেরম শরীফের আঙ্গীনা মোবারক পাথরে ভরে গেল এবং মসজিদে হারামের স্তম্ভ ভেঙ্গে পড়ল এবং কাবার গিলাফ শরীফ ও ছাঁদ-কে জ্বালিয়ে দিল। এ ছাঁদে ঐ দুম্বার শিং তাবার্রুক হিসেবে রক্ষিত ছিল, যেটা হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর কোরবানী ফিদিয়ার হয়েছিল, ঐ শিংটাও জ্বলে গেল। কা'বা শরীফ অনেক দিন পর্যন্ত পোষাক হীন ছিল এবং সেখানকার অধিবাসীরা ইয়াজিদের সৈন্যের দ্বারা মারাত্মক মুসীবতে লিপ্ত ছিল। (সাওয়ানেহে কারবার, ৭৭ থেকে ৭৯ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

রাসূলের দৌহিত্রের খুতবা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পাপাত্মা ইয়াজিদ যতদিন বেঁচে ছিল, অত্যাচার ও নিপীড়নের অন্ধকার অব্যাহত ছিল। তার পুরো জীবনটাই নির্দয়ের পরিতাপে ঘটনাবহুল। ইয়াজিদের হাত মক্কা ও মদীনা এবং কারবালার মজলুম শহীদদের রক্তে রঙ্গিন হয়েছিল। নেতৃত্বের লোভ তাকে পাগল এবং জনবল তাকে অহংকারী বানিয়ে দিল। তার উচিত ছিল যে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাঁধে আরোহণকারী হযরত আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর কলিজার টুকুরা হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর নয়ন মনি সায়্যিদুস শোহাদা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মান মর্যাদাকে স্বীকার করা আর সে যদি তা স্বীকার করে নিত এবং তাঁর সঙ্গীদের খেদমত করত, তাহলে জান্নাত পেয়ে যেত। কিন্তু আহ! সে তো বিতাড়িত শয়তান ও নফসে আম্মারার গোলামীর মালা নিজের গলায় পরিয়ে রাখল এবং একের পর এক একগুয়েমী প্রকাশ করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তার অপবিত্র ইচ্ছাকে চরিতার্থ করার জন্য সেই জালিম ও ফাসিক, ফাজির আহলে বাইতের বাগানের ফুলকে নিঃশেষ করে দিল এবং প্রিয় **আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নরম সুগন্ধিময় ফুলকে যেমনি নির্মমভাবে নিঃশেষ করল তার চিত্রটা অন্তর কেঁপে উঠে এবং চোখ অশ্রুসিক্ত হয়।

www.dawateislami.net

ঐ সমস্ত বেআদব গাদ্দাররা এই কথার কোন পরওয়াই করেনি যে, রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর প্রতি তাঁর ভালবাসা ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর ফযীলত ও মর্যাদার প্রতি কি পরিমাণ জোরালো করেছেন: "هُمَا رَيْحَانَتَایَ مِنَ الدُّنْيَا অর্থাৎ হাসান ও হোসাইন (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) দুনিয়ার মধ্যে আমার দু'টি ফুল।"[১] আরো ইরশাদ করেন: "اِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شبابِ اَهْلِ الْجَنَّة অর্থাৎ হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا) জান্নাতী যুবকদের সর্দার।[২]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সুলতানে কারবালা, হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ অত্যন্ত নম্র অন্তরের অধিকারী ছিলেন। এই জন্য তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ অপবিত্র ইয়াজিদের অত্যাচার ও নিপীড়নকারী সঙ্গীদের যুদ্ধের ময়দানে চিন্তা করার আহ্বান করেন। এমনকি নিজের গুরুত্বের কথা তাকে বলে সংগ্রাম, অত্যাচার, নিপীড়ন থেকে একের পর এক ফিরে আসার উপদেশ দেন। অতঃপর কারবালার ময়দানে সত্যতা প্রমাণ করার জন্য হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ নিজের ঘোড়ার উপর আরোহন করে ইয়াজিদ সৈন্যের মোকাবেলা করেন এবং পুনরায় তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এত উঁচু আওয়াজে ডাক দিলেন, যা সব লোকেরা শুনেছিল। অতঃপর বললেন: হে লোকেরা! আমার কথা শুনো এবং তাড়াহুড়া করো না। এমনকি আমি তোমাদেরকে ঐ জিনিসের ব্যাপারে উপদেশ দেব না, যেটা আমার উপর আবশ্যক হয়ে গেছে এবং আমি আসার অক্ষমতা বলব না। অতঃপর যদি তোমরা আমার অক্ষমতা গ্রহণ করে নাও। আমার কথা সত্য মেনে নাও এবং আমার থেকে ন্যায় নীতির ক্ষেত্রে কাজ আদায় কর যে, তবে তা ঐ ব্যাপারে তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়ে যাবে আর তোমাদের নিকট আমার ব্যাপারে কোন প্রশ্নই জাগবে না।

---

[১] (বুখারী, কিতাবু ফাদ্বায়িলে আসহাবুন নবী, ... ২/৭৪৫, হাদীস- ৩৭৫৩)

[২] (তিরমিযী, কিতাবুল মানাক্বিব, বাবু মানাক্বিব আবি মুহাম্মদ হোসাইন বিন আলী... ৫/৪২৬, হাদীস- ৩৭৯৩)

www.dawateislami.net

হ্যাঁ! যদি তোমরা আমার অক্ষমাতা গ্রহণ না করতে, তবে শুনো; তার পর তিনি এই আয়াতে মোবারকা তিলাওয়াত করলেন:

فَاَجْمِعُوْۤا اَمْرَكُمْ وَ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْۤا اِلَیَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ ﴿۷۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং তোমরা সম্মিলিত হয়ে কাজ করো এবং নিজেদের মিথ্যা উপাস্যগুলো সহকারে তোমাদের কাজকে পাকা পাকি করে নাও, পরে যেন তোমাদের কাজের মধ্যে তোমাদের কোন সংশয় না থাকে অতঃপর (তোমাদের পক্ষে) যা সম্ভবপর হয় আমার সম্বন্ধে করে নাও এবং আমাকে অবকাশ দিও না। (পারা- ১১, সূরা- ইউনূস, আয়াত- ৭১)

اِنَّ وَلِیِّۦَ اللّٰهُ الَّذِیْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ ۖ وَهُوَ یَتَوَلَّى الصّٰلِحِیْنَ ﴿۱۹۶﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় আমার অভিভাবক **আল্লাহ্ই** যিনি কিতাব অবতীর্ন করেছেন এবং তিনি সৎকর্ম পরায়নদেরকে ভালবাসেন। (পারা- ৯, সূরা- আরাফ, আয়াত- ১৯৬)

তার পর তিনি رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ **আল্লাহ্ তাআলার** প্রশংসা করার পর ঐ ইয়াজিদীদের বললেন: তোমরা আমার বংশ সম্পর্কে ভেবে নাও যে, আমি কে? তোমরা আমাকে হত্যা করাটা কতটুকু বৈধ হচ্ছে? আমি কি তোমাদের নবীর দৌহিত্র নই? সায়্যিদুস শোহাদা হযরত হামযা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ কি আমার বাবার চাচা নয়? হযরত সায়্যিদুনা জাফর তৈয়্যার رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ কি আমার চাচা নয়? তোমাদের নিকট কি আমার এবং আমার ভাইয়ের ব্যাপারে **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বাণী পৌঁছেনি: তোমরা দু'জন জান্নাতে যুবকদের সর্দার? তবে তোমরা যদি আমার কথাকে বিশ্বাস কর তাহলে শুনো এটাই সত্য। কেননা, আমি ঐ সময় থেকে মিথ্যা বলিনি, যখন থেকে জানলাম যে, মিথ্যা **আল্লাহ্ তাআলার** কাছে খুবই অপছন্দনীয়। আর তোমরা যদি আমাকে মিথ্যুক মনে কর, তবে হযরত সায়্যিদুনা জাবের বিন আব্দুল্লাহ্, আবু সাঈদ, সাহল বিন সাদ, যায়েদ বিন আরকাম বা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ اَجْمَعِین দের থেকে জিজ্ঞাসা করে নাও। কেননা, তাঁরা সবাই **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে থেকে আমার ব্যাপারে এই ফযীলত শুনেছিলেন।

www.dawateislami.net

আমার এই উপদেশ কি তোমাদের জন্য এমন কোন কথা নয় যা তোমাদেরকে আমাকে রক্তাক্ত করা থেকে বিরত রাখবে? তার পর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: যদি তোমাদের নিকট আমার কথার মধ্যে বা আমি নবীর দৌহিত্র হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকে তবে **আল্লাহ্**র শপথ! পূর্ব পশ্চিমের মধ্যে আমি ব্যাতীত তোমাদের মধ্যে বা তোমরা ছাড়া অন্য কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন নবীর দৌহিত্র নেই। সঠিক ভাবে একটু বলতো; তোমরা কি আমার কাছ থেকে তোমাদের কারো হত্যার প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছ। না কি আমি তোমাদের সম্পদ নষ্ট করেছি, না কি তোমাদের আঘাতের কিসাস প্রয়োজন? তাহলে তোমরা কোন জিনিসের প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছ? ঐ দূর্ভাগারা নিশ্চুপ হয়ে রইল। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: হে শবছ বিন রিবই! হে হাজ্জার বিন আবজর! হে কাইছ বিন আশয়াত! হে জায়েদ বিন হারেসা! তোমরা কি আমাকে চিঠি পাঠিয়ে ডেকে আননি? তারা সম্পূর্ণ প্রতারণা করল। আর বলল: আমরা তো এমনটি করিনি। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: কেন নয় **আল্লাহ্**র শপথ! তোমরাই এমনটি করেছ। অতঃপর বললেন: হে লোকেরা! যদি তোমরা আমার বাইয়াত করা অপছন্দ কর তো আমাকে ছেড়ে দাও আমি অন্য কোন নিরাপদ জায়গায় চলে যাব। দূর্ভাগা কাইছ বিন আশয়াছ বলল: আপনি ইবনে যিয়াদের কুকর্মের শাসনকে সমর্থন করে নিন। তার পর আপনার মুক্তি পাওয়া যাবে। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: **আল্লাহ্ তাআলা**র শপথ! আমি কখনো তার বাইয়াত গ্রহণ করব না। হে **আল্লাহ্**র বান্দারা! আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের পানাহ চাচ্ছি এর থেকে বরং আমাকে পাথর মেরে মেরে ফেল, আমি তোমাদের ও আমার প্রতিপালকের পানাহ চাচ্ছি প্রত্যেক ঐ অহংকারী থেকে যারা হিসাবের দিনের উপর বিশ্বাস রাখে না।[১]

জালিমের দ্বারা জালিমদের ধ্বংস

আফসোস! শত কোটি আফসোস! ধন সম্পদ ও রাজত্বের লোভ ইয়াজিদের সৈন্যদের চোখে পথভ্রষ্টতার পাট্টি বাঁধা ছিল।

[১] (আল কামিল ফিত তারিখ, ৩/৪১৮-৪১৯, সংক্ষেপিত)

www.dawateislami.net

ঐ দূর্ভাগা লোকেরা দুনিয়ার ধ্বংসযজ্ঞ অনর্থক ভালবাসায় বিভোর এবং খ্যাতি ও ক্ষমতার লালসার মধ্যে বন্ধি ছিল। তাদের অন্তর পাথরের চেয়েও শক্ত হয়ে গেছে। তাদের উপর দূর্ভাগ্য ও শয়তানি বিজয়ী হয়েছে। এই জন্য তাদের উপর মজলুমে কারবালা, ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বিশেষ উপদেশ সমূহের কোন প্রভাব পড়েনি। কেননা, ঐ রক্ত পিপাসু হিংস্র প্রাণী তো তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর রক্তের পিপাসু ছিল। এই জন্য ঐ উপদেশ সমূহ পাওয়া সত্ত্বেও তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বিপরীতে যুদ্ধ করতে এক পায়ে খাড়া ছিল। আমাদের অদৃশ্যের সংবাদ দাতা আক্বা, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট কারবালার ঘটনার জ্ঞান পূর্বে থেকেই জানা ছিল যে, আমার কলেমা পাঠকারী আমার আহলে বাইতের রক্ত প্রবাহিত করবে। এই জন্য ওফাতের পূর্বে হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদ্বা হযরত সয়্যিদাতুনা ফাতেমাতুয যাহরা এবং হাসানাঈনে করীমাঈন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ اَجْمَعِین গণদের ইরশাদ করেন: "اَنَا سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ، وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ অর্থাৎ যে তোমাদের সাথে আপোষ করবে, আমি তার সাথে আপোষ করব। আর যে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে, আমি তার সাথে যুদ্ধকারী।"[১]

এই কারণে যেই মন্দ ক্ষমতার জন্য ঐ অকর্মন্য অমার্জিত ইয়াজিদীরা **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কাছে যুদ্ধের মূল্য দিতে গিয়ে কারবালায় ময়দানে আহলে বাইতের বংশের উপর যে জুলুম নিপীড়নের অন্ধকার চালিয়েছে ঐ ক্ষমতা তাদের জন্য ধ্বংস ও অনিষ্টতার কারণ হয়ে দাঁড়াল। আসুন! প্রথমে ইয়াজিদ সৈন্যদের পরিণাম শুনি, তার পর পাপাত্মা ইয়াজিদের ভয়ানক পরিণতির ব্যাপারে শুনাব।

এমনিতে ধর্মের সাহায্য তো আহলে হক্বের মাধ্যমেই অর্জিত হয়, কিন্তু অনেক সময় এমনি হয়ে থাকে যে, **আল্লাহ্ তাআলা** জালিম নাফরমান, ফাজিরদের ক্ষমতা দিয়ে তাদের মাধ্যমে তাঁর দ্বীনের কাজ করিয়ে থাকেন। আর জালিমদের তাঁর হাতেই ধ্বংস করে থাকেন। যেমনি ভাবে পারা ৮ সুরা আনআম আয়াত নং ১২৯ এর মধ্যে ইরশাদ করেছেন:

---

[১] (ইবনে মাজাহ, ১/৯৭, হাদীস- ১৪৫)

www.dawateislami.net

وَ كَذٰلِكَ نُوَلِّیْ بَعْضَ الظّٰلِمِیْنَ بَعْضًۢا بِمَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ ﴿۱۲۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং এরূপেই আমি যালিমদের একদলকে অন্য দলের উপর আদিপত্য দিয়ে থাকি বদলা স্বরূপ তাদের কৃত কর্মের। (পারা- ৮, সূরা- আনআম, আয়াত- ১৩০)

হাদীস শরীফের মধ্যে: "اِنَّ اللّٰهَ لَیُؤَیِّدُ هٰذَا الدِّیْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ অর্থাৎ নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তাআলা** এই দ্বীনের কাজ ফাজির (পাপী) ব্যক্তির মাধ্যমেও করিয়ে থাকেন। অতঃপর **আল্লাহ্ তাআলা** শহীদদের রক্তের বদলা নেওয়ার জন্য ঠিক ৬ বছর পর মুখতার সাকফীর মত মিথ্যুক ও জালিমকে নিয়োগ করলেন। যে এক এক ইয়াজিদীকে বেছে বেছে নির্মম ভাবে মৃত্যুর ঘাঠে পৌঁছে দিল আর কেনইবা হবে না, সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا বলেন: "**আল্লাহ্ তাআলা** হুযুরে আনওয়ার صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন: আমি ইয়াহইয়া বিন যাকারিয়া (عَلَیْهِ السَّلَام) এর হত্যার পরিণামে ৭০ হাজার লোককে হত্যা করেছি এবং নিঃসন্দেহে আপনার দৌহিত্রের হত্যার বিনিময়ে তার চেয়ে দ্বিগুন লোককে হত্যা করব।"[১] এই কারণে **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর রাসূল صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফরমান প্রকাশিত হতে লাগল। তার পর একের পর এক ইবনে যিয়াদ, ইবনে সাদ, শিমার, কাইছ বিন আসয়াছ, কিন্দি, খাওলি বিন ইয়াজিদ, সিনান বিন আনাছ নাখয়ি, আব্দুল্লাহ্ বিন কাইছ, ইয়াজিদ বিন মালিক এবং অন্যান্য দূর্ভাগারা যারা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর হত্যার মধ্যে অংশীদার ছিল। বিভিন্ন ধরণের কষ্টের মাধ্যমে তাদেরকে হত্যা করা হল এবং তাদের লাশ সমূহ ঘোড়ার পা দ্বারা পদদলিত করে। (সাওয়ানেহে কারবালা, ১৮৩ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

ওবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদের ধ্বংস

ওবায়দুল্লাহ্ বিন যিয়াদ ইয়াজিদের পক্ষ থেকে তাকে কূফার গভর্ণর হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। সেই অকর্মন্যের আদেশে হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এবং তাঁর আহলে বাইতগণের عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

[১] (মুসতাদরাক, ৪/১৭৩, হাদীস- ৪৮৭৫)

www.dawateislami.net

এই ইবনে যিয়াদ মুছিল নামক ময়দানে ৩০ হাজার সৈন্য নিয়ে অবতরণ করেছিল। (কারবালার ঘটনার ঠিক ৬ বছর পর) মুখতার ইব্রাহীম বিন মালিক আশতারকে তার মোকাবেলা করার জন্য একটি দল নিয়ে প্রেরণ করল। মুছিল থেকে ১৫ মাইল দূরত্বে ফোরাত নদীর কিনারায় উভয়ই সৈন্যর মোকাবেলা হল এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রচণ্ড যুদ্ধ সংগঠিত হল। যখন দিনের শেষ হচ্ছিল আর সূর্য অস্তমিত হচ্ছিল ঐ সময় ইব্রাহীমের সৈন্য বিজয়ী হল, ইবনে যিয়াদের পরাজয় হল, তার সঙ্গীরা পালিয়ে গেল। ইব্রাহীম আদেশ দিল, বিরোধী সৈন্যদের যাকেই হাতে পাবে তাকে যেন জীবিত না ছাড়ে। অতঃপর অনেকেই ধ্বংস হয়ে গেল। ঐ যুদ্ধে ইবনে যিয়াদও ফোরাত নদীর পাড়ে মুহর্‌রমের ১০ তারিখ ৬৭ হিজরীর মধ্যে মারা গেল এবং তার মাথা কেটে ইব্রাহীমের নিকট পাঠানো হলো। ইব্রাহীম ঐ অপবিত্র মাথা তার মুখতার কাছে কূফায় পাঠিয়ে দিল। মুখতার পুরো কূফা রাজ্য সাজাল এবং কূফাবাসীকে একত্রিত করে ইবনে যিয়াদের অপবিত্র মাথা সেই জায়গায় রাখল, যেই জায়গার মধ্যে ঐ অহংকারী শাষক হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মাথা রেখেছিল। মুখতার কূফাবাসীদের সম্বোধন করে বলল: হে কূফাবাসী! দেখে নাও, যে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর রক্ত ইবনে যিয়াদকে ছাড়ে নাই। আজ এই হতভাগার মাথা এই ধরণের অসম্মান ও অপমানের সাথে এখানে রাখা হয়েছে। ৬ বছর হয়ে গেছে, সেই তারিখ, সেই জায়গা, **আল্লাহ্ তাআলা** এই অহংকারী ফিরআউনকে এমনি অপমান ও অপদস্তের মাধ্যমে ধ্বংস করেছেন। এই কূফায় এবং এই শহরেই এই বেদ্বীনের মৃত্যু ও ধ্বংসের খুশীতে আনন্দ উল্লাস করা হচ্ছে।

(সাওয়ানেহে কারবালা, ১৮২ পৃষ্ঠা)

ইমারা বিন ওমাইর থেকে বর্ণিত; যখন ওবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ এবং তার সঙ্গীদের মাথা কেটে নিয়ে মসজিদের বারান্দায় রাখা হল। তখন আমি সে মস্তকগুলো দেখার জন্য গিয়েছিলাম লোকেরা বলতে লাগল। "এলো এলো" আমি দেখলাম একটি ভয়ঙ্কর সাপ এসে মাথাগুলোর মাঝখানে অবস্থিত ইবনে যিয়াদের মাথার নাকের ছিদ্রে ঢুকে গেল এবং সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করে বের হয়ে সাপটি অদৃশ্য হয়ে গেল। অতঃপর আবার শোরগোল পড়ে গেল। "এলো এলো" দুই বা তিন বার এরূপ ঘটনা ঘটল। (اَلْاَمَان وَالْحَفِیْظ)

(তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবে আবি মুহাম্মদ লিল হাসান, ৫/৫৩১, হাদীস- ৩৮০৫)

www.dawateislami.net

সদরুল আফাযীল হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ইয়াজিদীদের জানা ছিল না যে, শহীদদের রক্ত পূনরায় পুষ্পুঠিত হবে। রাজত্ব পুনরায় ফিরে আসবে, সকল ব্যক্তি যারা হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর হত্যার মধ্যে জড়িত ছিল। বিভিন্ন ধরণের শাস্তিতে ধ্বংস হবে, ঐ ফোরাত নদীর কিনারা হবে, ঐ আশুরা (মুহার্‌রমের ১০ তারিখ হবে)। ঐ জালিম সম্প্রদায় হবে এবং মুখতারের ঘোড়ার নিচে পদদলিত হতে হবে। তাদের দলের তাদের কোন কাজে আসবে না। তাদের হাত পা কেটে ফেলা হবে, ঘর লুণ্ঠন করা হবে, শূলিতে চড়ানো হবে, লাশ ছিড়ে যাবে, দুনিয়ার প্রতিটা মানুষ থুথু দিবে। এই ধ্বংসের জন্য আনন্দ উদযাপন করা হবে। যুদ্ধের ময়দানে তাদের সংখ্যা যদিও হাজারো হয় তবুও তারা পালাতে থাকবে এবং কুকুরের মত তাদের প্রাণ রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। যেখানেই পাবে সেখানেই হত্যা করা হবে, দুনিয়ার মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের উপর ঘৃনা ও অভিশাপ দেওয়া হবে।

এ্যয় তিশনাগানে খুনে জাওয়ানানে আহলে বাইত, দেখা কেহ্ তুম কো জুলুম কি কেইছি সাজা মিলি।
কুত্তোঁ কি তরেহ লাশে তোমহারে ছাড়া কিয়ে, ঘুর পে বি নাহ্ ঘুর তোমহারে জাঁ মিলি।
রসওয়ায়ে খলক হো গেয়ে বরবাদ হো গেয়, মরদুদো তুম জিল্লত হার দো-সরা মিলি।
তুমত মে উজাড়া হযরত যাহরা কা বুসতান, তুম খেদ উজাড় গেয়ে তুমহি ইয়ে বদ দোয়া মিলি।
দুন্ইয়া পরসতো দিন ছে মুহ মুড় কর তুমহে, দুন্ইয়া মিলি নাহ্ আইশ তরব কি হাওয়া মিলি।
আখের দেখায়া রংগ শহিদো কি খুন নে, সর কাট গেয়ে আমা নাহ তুমহে এক জারা মিলি।
পায়ি হে কিয়া নঈম উনহোঁ নে আবি ছাজা, দেখে গে ওহ জাহীম মে জিছ দিন ছাজা মিলি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা তো ইয়াজিদী সৈন্য ও তার ডান হাত ইবনে যিয়াদের কুকর্মের ভয়ানক পরিণতি ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা ছিল। কিরূপ মুখতার সাখ্‌ফীর আদেশে তার সৈন্যরা ইয়াজিদের দলের এক এক ব্যক্তিকে মৃত্যুর ঘাটে পৌঁছে দিল। এখন একটু পাপাত্মা ইয়াজিদের পরিণতি সম্পর্কে শুনুন:

www.dawateislami.net

ইয়াজিদের পরিণাম

কারবালার ঘটনার কিছুদিন পর, ইয়াজিদ এক ধ্বংসাত্মক ও কষ্টদায়ক রোগে আক্রান্ত হয়ে গেল। পেটের ব্যথা ও নাড়িভুড়ির আঘাতে চটপট করছিল। হিমছের মধ্যে যখন সে তার মৃত্যুর নিশ্চয়তা বুঝতে পারল। তখন সে তার বড় ছেলে মুয়াবিয়াকে মৃত্যুর বিছানায় ডাকল এবং রাজত্বের দায়িত্বের ব্যাপারে কিছু বলতে চাচ্ছিল। হঠাৎ ছেলের মুখ থেকে চিৎকারের আওয়াজ বের হল এবং খুবই অপমান ও হিনমন্য হয়ে পিতার প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করল। যেই সিংহাসনের মুকুট আলে রাসূলের রক্তের দাবিদার। আমি তা কখনো গ্রহণ করবো না। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাকে এই জঘন্য রাজত্বের উত্তরাধিকারী থেকে বঞ্চিত রাখুক। যেটার ভিত্তিটা রাসূলের দৌহিত্রের জন্যই রাখা হয়েছিল।, ইয়াজিদ তার ছেলের মুখ থেকে এই ধরণের শব্দ শুনে অস্থির হয়ে গেল এবং খুবই দুঃখ কষ্টে বিছানায় পা মারতে লাগল। মৃত্যুর কিছু দিন আগে ইয়াজিদের নাড়িভুড়ি ছিড়ে গেল এবং তাতে ক্রিমি ফেঠে গেল। তীব্র কষ্টের কারণে শুয়রের মত চিৎকার করত। পানির ফোটা কণ্ঠ নালির নিচে নামার পর ফোটকার মত চিৎকার করত।

আল্লাহ্ তাআলার আশ্চর্য গযব তার উপর নাযীল হত, পানি ছাড়াও চটপট করত। পানি পাওয়ার পরেও চিৎকার করত। শেষ পর্যন্ত ঐ তীব্র ব্যথায় অস্থির হয়ে তার প্রাণ বের হল। মরদেহ থেকে এমন ভয়ানক দূর্গন্ধ ছিল যে, নিকটে যাওয়া কঠিন ছিল। কোন রকমে তাকে মাটিতে পুতে ফেলা হল।[১]

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা "ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর কারামত" এর মধ্যে পাপাত্মা ইয়াজিদের পরিণামের ব্যাপারে আরেকটি ঘটনা নকল করতে গিয়ে বলেন: পাপাত্মা ইয়াজিদের মৃত্যুর একটি কারণ এটাও বলা হয়ে থাকে, সে একজন রোমান বংশোদ্ভূত যুবতী মহিলার প্রেমের ফাঁদে আটকা পড়েছিল। কিন্তু সে মহিলা তাকে মনে-প্রাণে ঘৃণা করত।

---

[১] (তারিখে কারবালা, ৩৪৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

একদিন আমোদ- প্রমোদের বাহানা করে সে মহিলা ইয়াজিদকে একাকী সুদূর এক মরুভূমিতে নিয়ে গেল। সে মরুভূমির ঠান্ডা ও শীতল আবহাওয়া ইয়াজিদকে ক্লান্ত ও অবসন্ন করে ফেলল। তাই সে মাতালের মত মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আর মহিলাও এ সুযোগ হাতছাড়া করল না। "যে পাপীষ্ট নিমক হারাম তার নবীর প্রিয় দৌহিত্রের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করতে কুণ্ঠিত হয়নি, সে আমার প্রতি কতটুকু ওফাদার হতে পারে।" এ বলে সে যুবতী মহিলা তার ধারালো ছুরি দ্বারা ইয়াজিদের অপবিত্র শরীর টুকরো টুকরো করে তা মরুভূমিতে ফেলে চলে আসল। কয়েকদিন যাবৎ তার মৃতদেহ চিল কাকের খোরাকে পরিণত ছিলো। অবশেষে খবর পেয়ে তার অনুচরেরা সেখানে পৌঁছে তার ক্ষতবিক্ষত লাশ একটি গর্তে মাটি চাপা দিয়ে চলে আসল।[১] আসুন! তার কবরের অবস্থাও শুনি। যেমন-

ইয়াজিদের কবরের অবস্থা

দামেস্কের পুরনো কবরস্থান বাবুস সগীরের কিছু আগে ইয়াজিদের কবরের নিশানা। যেটার উপর অনেক বছর আগে লোকেরা ইট পাথর নিক্ষেপ করত এবং তা ইটের স্তুপে পরিণত হত। সেখানে এখন শিশা, কাঁচ, লোহা গলানোর দোকান হিসেবে পরিণত হল। সেই কারখানায় তার কবর যেখানে, সেখানেই বানানো হয়েছে। আর তার কবরে তো সব সময় আগুন জ্বলছে।

ওয়ো তখত হে কিস কবর মে ওয়ো তাজ কাহা হে,
এ খাক বাতা যওর ইয়াজিদ আজ কাহা হে।
নাহি শিমার কা ওয়ো সিতম রাহা না ইয়াজিদ কি ওয়া জাপা রহি,
জো রাহা তো নামে হোসাইন কা জিসে জিন্দা রাখতে হে কারবালা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আহলে বাইয়ে আতহারের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ اَجْمَعِين সাথে শত্রুতা রাখা তাঁদের উপর কষ্ট দেওয়ার কেমন মন্দ পরিণতি হল।

[১] (ইমাম হোসইনের কারামাত, ৪৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

যে মৃত্যুর পর তাদের কাফন লাভ করা পর্যন্ত ভাগ্যে জুটেনি, দুনিয়ার মধ্যে তাদের ভাগ্যে অপমানই থাকে এবং আখিরাতেও তাদের অপমানের সম্মুখীন হতে হবে। আর তাদের স্থান জাহান্নামের আগুনই হবে।

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার আহলে বাইতের উপর জুলুম করল এবং আমার আওলাদের উপর কষ্ট দিল, তার উপর জান্নাত হারাম করে দেওয়া হল।" [১] অন্য এক হাদীসে পাকের মধ্যে ইরশাদ করেন: "যদি কোন ব্যক্তি বায়তুল্লাহ শরীফের কোন এক কোণায় এবং মকামে ইব্রাহীমের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, রোযা রাখে, আর যদি আহলে বাইতের সাথে শত্রুতার করে মারা গেল, তাহলে সে জাহান্নামে যাবে।" [২] তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যেসব লোকেরা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে হত্যা করেছে, যদি তারা **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ায় ক্ষমা পেয়ে যায়, তবে তারা **রাসূলে খোদা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামনে কিভাবে মুখ দেখাবে? **আল্লাহ্ তাআলার** শপথ! যদি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর হত্যার অধিকারটা আমার আয়ত্তে হতো এবং আমাকে জান্নাত ও জাহান্নামের ইচ্ছাধীন করে দিত। তাহলে আমি জাহান্নাম বেছে নিতাম এই ভয়ে যে, জান্নাতে **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামনে কোন মুখে যাব।

(তাম্বিহুল মুগতার্‌রীন, আল বাবুল আউয়াল, আল হাসান আল বসরী ওয়া কাতলাহুল হোসাইন, ৫৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পাপাত্মা ইয়াজিদ যে নিজের রাজত্ব ও আধিপত্বের রক্ষার জন্য পাগল ছিল। এই কারণে এই হতভাগা ক্ষমতার আসনে বসে মাতাল হয়ে ফাতেমার বাগানের ফুলকে এই পরিমাণ নির্মম ভাবে পদ দলিত করেছিল। যেটা শুনে শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যায় অন্তর দুঃখিত হয় এবং চক্ষু থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়। পরিশেষে ইয়াজিদের খারাপ পরিণতি থেকে এটাও জানা গেল যে, **আল্লাহ্**ওয়ালাদের সাথে শত্রুতা করা দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষতির কারণ হয়। কেননা, কারবালার প্রান্তরে যত ব্যক্তি শহীদ হয়েছেন।

---

[১] (বারকাতে আলে রাসূল, ২৫৯ পৃষ্ঠা)

[২] (মুসতাদরাক, ... ৪/১২৯-১৩০, হাদীস- ৪৮৬৬)

www.dawateislami.net

তাঁরা সবাই **আল্লাহ্ তাআলার** নৈকট্য পূর্ণ আউলিয়ায়ে কিরাম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ اَجْمَعِین ছিলেন আর যে হতভাগা **আল্লাহ্ তাআলার** ওলীদের সাথে শত্রুতা রাখে, তার প্রতি **আল্লাহ্ তাআলার** পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষনা করা হয়েছে। যেমন-

নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: مَنْ عَادٰی لِی وَلِیًّا فَقَدْ آذَنْتُہُ بِالْحَرْبِ অর্থাৎ যে আমার কোন ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করে, আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষনা করলাম।[১]

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

ইয়াজিদকে অপবিত্র বলা কেমন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! স্মরণ রাখবেন! যদিও অপবিত্র ইয়াজিদ নিজেই ইবনে যিয়াদের দলে উপস্থিত ছিল না। কিন্তু কারবালার শহীদগণ ও বন্দীদের উপর যে পরিমাণ জুলুম নির্যাতন করেছিল, তার মধ্যে শুধু ইবনে যিয়াদ নয় অপবিত্র ইয়াজিদের সন্তুষ্টি এবং তার পূর্ণ সাহায্য সহযোগিতা ছিল। বরং ঐ ফাসিক ফাজির ব্যক্তির হুকুমে জালিমদের সর্দার ইবনে যিয়াদ এবং তার সৈন্যরা আহলে বাইতে আতহারের সাথে বেআদবী করল এবং উত্তপ্ত রোদে কারবালার ময়দানের জমিনকে কলিজার টুকরাদের রক্তে রঙ্গিন করল। এই কারণে ইয়াজিদের মত হতভাগাকে বে-কসুর মুক্তি দেওয়া আহলে বাইতে আতহার رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ اَجْمَعِین প্রতি গাদ্দারী, আহলে বাইতের প্রেমীকদের অন্তরে কষ্ট, **আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্ট, এমনকি **আল্লাহ্ তাআলার** গযব ও জাহান্নামে যাওয়ার কারণ। এই ব্যাপারে খোলাফায়ে রাশেদীনের কর্মপদ্ধতি আমাদের জন্য আলোক বর্তিকা। ঐ পবিত্র আহলে বাইত বিশেষ করে ইমামে আলী মকাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর সম্মান ও মর্যাদা সত্যিকার ভাবে রক্ষাকারী ছিলেন। অপবিত্র ইয়াজিদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ছিল। এমনকি ঐ পবিত্র সত্ত্বাগণ ঐ অপবিত্র আমীরুল মু'মিনীন দাবীকারীকে কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি দিতেন।

---

[১] (বুখারী, ... ৪/২৪৮, হাদীসা- ৬৫০২)

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৯০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীযের ৪২৫ ঘটনা" এর ৩৯২ পৃষ্ঠায় রয়েছে: সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয হোসাইনের হত্যাকারী "অপবিত্র ইয়াজিদ"কে খলিফা মানতেন না। অতঃপর একবার আলোচনার সময় কেউ ইয়াজিদকে আমীরুল মু'মিনীন বলল। তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হলেন, আর বললেন: তুমি ইয়াজিদকে আমীরুল মু'মিনীন বলছ? তারপর তাকে বিশটি বেত্রাঘাত করার হুকুম দিলেন। **(তারিখুল খোলাফা, ইয়াজিদ বিন মুয়াবিয়া আবু খলিফ আল আমায়ী, ২০৯ পৃষ্ঠা)**

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরবারে যখন ইয়াজিদের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হল যে; ইয়াজিদকে অপবিত্র বলা কেমন? এমনকি তার নামের পাশে رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলাটা কতটুকু সঠিক? তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ইয়াজিদ নিঃসন্দেহে অপবিত্র ছিল, তাকে অপবিত্র বলা ও লিখা জায়েয এবং তাকে رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলা যাবে না। কিন্তু সে তার অন্তরে হযরত আলী এবং হাসান ও হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ এর প্রতি রাগ ও শত্রুতা পোষণকারী। সে আহলে বাইতে রিসালাতের শত্রু। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৪/২০৩)**

হযরত আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী মক্কী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা সালেহ বিন আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর পিতা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছে আরয করলেন: বাবা জান! আমাদের এক সম্প্রদায় দাবী করছে, তারা ইয়াজিদের সহযোগী। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: يَابُنَيَّ وَهَلْ يَتَوَلّٰى يَزِيْدَ اَحَدٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ অর্থাৎ হে আমার পুত্র! **আল্লাহ্ তাআলা**র উপর বিশ্বাসকারী কি অপবিত্র ইয়াজিদের সহযোগী হতে পারে?

(আস সাওয়ায়িখুল মুহরিকাতু, আল বাবুল হাদি আশর, আল খাতিমা ফি বয়ানে ইতিকাদে আহলে সুন্নাহ, ২২২ পৃষ্ঠা)

ইয়াজিদের পুত্রের নাম মুয়াবিয়া, যে নেককার ও মুত্তাকী ছিল। ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর হত্যার কারণে তিনি তার পিতা ইয়াজিদকে তীব্র ঘৃণা করতেন। অতঃপর নিজের পিতা ইয়াজিদের ব্যাপারে বলেছেন: আমার পিতাকে তো রাজত্ব দেওয়া হয়েছে, সে বাজে লোক ছিল। **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৌহিত্রের সাথে যুদ্ধ করেছে,

www.dawateislami.net

তার হায়াত কামিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তার অস্তিত্ব ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। সে তার কবরের মধ্যে গুনাহের কারণে সারা জীবন শাস্তিতে আবদ্ধ হয়ে গেল। তারপর কান্না করে বলতে লাগল: আমার উপর সবচেয়ে বেশি মুশকিল হল, খারাপ মৃত্যু এবং মন্দ ঠিকানা। ঐ হতভাগা রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আওলাদকে হত্যা করেছে, মদ্যপান হালাল করেছে এবং কা'বার অসম্মান করেছে।

(আস সাওয়ায়িখুল মুহরিকাতু, আল বাবুল হাদি আশর, আল খাতিমা ফি বয়ানে ইতিকাদে আহলে সুন্নাহ, ২২৪ পৃষ্ঠা)

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: অপবিত্র ইয়াজিদ ফাসিক, ফাজির এবং কবীরা গুনাহকারী ছিল। **আল্লাহ্**র পানাহ! তার সাথে এবং রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمএর দৌহিত্র ইমাম হোসাইন رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর সাথে কি সম্পর্ক? আজকাল কিছু পথভ্রষ্টরা বলে থাকে এই ব্যাপারে আমাদের কি হক রয়েছে, আমাদের ইমাম হোসাইন رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ ও শাহ্জাদা, ঐ ইয়াজিদ ও শাহ্জাদা। এমন অভিশপ্ত বক্তারা খারেজী, নাছেভী অর্থাৎ তাদের অন্তরে হযরত আলী এবং হাসান ও হোসাইন رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ اَجْمَعِين দের প্রতি রাগ ও শত্রুতা পোষণকারী জাহান্নামের অধিকারী। (বাহারে শরীয়াত, ১/২৬১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কারবালার বার্তা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে যতদিন পর্যন্ত জমিন ও আসমানের অস্তিত্ব থাকবে, কারবালার ঘটনা আশেকানে সাহাবা ও আহলে বাইতের ধৈর্য ও সহিষ্ণু ইচ্ছার ও কুরবানী এবং ইসলামের বাগানের সেচ কার্যের দরস ও বার্তা দিতে থাকবে। ইয়াজিদের বিয়ে ও বাচ্চারা ইয়াতীম হয়ে গেল। ইমাম হোসাইন رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর সাথীগণ, হাশেমী যুবক, মুসলিম বিন আকীল এবং আওলাদে আকীল, আলীর পুত্রগণ, হাসানাঈনে করীমাঈন رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ اَجْمَعِين গণের শাহ্জাদাগণ ইয়াজিদ সৈন্যের বিষাক্ত তীর ও তলোয়ার এবং বল্লম চালিয়ে আস্তে আস্তে রাসূলের দৌহিত্রের কদমের মধ্যে উৎসর্গ হল। ইয়াজিদীদের নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনার জ্ঞান এটাই ছিল, দুগ্ধ পানকারী নিস্পাপ আলী আসগর رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ তীব্র পানির পিপাসায় অস্থির হয়েছিল।

www.dawateislami.net

অবশেষে তীরের স্বীকার হয়ে শাহাদাতের সূদা পান করলেন। অথচ পথভ্রষ্টতার পতাকাবাহীরা শস্য শ্যামল ফুটন্ত ফুলের বাগান তছনছ করে দিল। কিন্তু কুরবান হয়ে যান, যুদ্ধের ময়দানের বাহাদুর নিপুন অশ্বারোহী আহলে বাইতে আতহার رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْھُمْ اَجْمَعِین এর আলোকিত তারকা, ফাতেমার বাগানের কলিজার টুকরার ধৈর্য ও সাহসের উপর এই পরিমাণ হৃদয় বিদারক দূর্দশা ও মুসীবতের মধ্যে একাধারে তিন দিন ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করে ধৈর্য ও অটলতার সাথে বাতিলের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করলেন। আর ধৈর্যের আঁচল মজবুত সহকারে আঁকড়ে ধরলেন। কেননা, এটা একটা পরীক্ষা ছিল, আর **আল্লাহ্**ওয়ালাদের শান এটাই যে, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে কাজ আদায় করা।

আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের সময় যখন দ্বিতীয় বারের মত হযরত সায়্যিদুনা আলী বিন ইমাম জয়নুল আবেদীন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ কে বন্দি করা হল এবং লোহার ভারী শিকল ও ভারী বোঝা তাঁর নরম দেহের উপর তুলে দেওয়া হল, আর পাহারাদার নিয়োগ করা হল। ইমাম যুহুরী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এই অবস্থা দেখে কেঁদে দিলেন, আর বললেন; আমার আশা হল আমি যদি আপনার জায়গায় হতাম, আপনার উপর এই বড় মুসীবত আমার অন্তরে সহ্য হচ্ছে না। এতে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জায়নুল আবেদীন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বললেন: তোমার কি ধারণা, আমি এই বন্দিশালায় খুবই উদ্ধিগ্ন ও ব্যাকুল। প্রকৃত কথা হল; আমি যদি চাই তবে এর কিছুই থাকবে না। এটা বলার সাথে সাথে বেড়ি থেকে পা এবং হাত কড়া থেকে হাত বের করে দিলেন। **(আল মুনতাজাম সানাহ আরবা ও তিসায়ীন, ৫৩০, আলী বিন হোসাইন, ৬/৩৩০)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে কারবালার বন্দিগণ ও শহীদগণের ধৈর্য প্রশংসার যোগ্য এবং অনুকরনীয়। আমাদেরও উচিৎ যদি আমাদের নিকটও কোন বড় ধরণের মুসীবত এসে যায়, উদাহরণস্বরূপ নিকটাত্মীয়-স্বজন যদি ইন্তেকাল করেন বা বাচ্চা অসুস্থ হয়ে পড়ে, ডাকাত দল এসে যায়, হঠাৎ দূর্ঘটনা এসে যায়, পুলিশ বন্দি করে ফেলে অথবা কোন মামলা হয়ে যায়, টাকা পয়সা,

www.dawateislami.net

গাড়ী ইত্যাদি নষ্ট বা চুরি হয়ে যায়, শীত গরমে বা লোডশেডিং এর দাম বেড়ে যায় বা চাকরী চলে যায়, মোট কথা মুসীবতের যে কোন ঢল আসুক না কেন ঐ মূহুর্তে কারবালার মজলুমদের উপর আপতিত মুসীবতের কথা স্মরণ করে ধৈর্য ধারণ করে ধৈর্য ধৈর্য এবং শুধুই ধৈর্যের মাধ্যমে কাজ আদায় করে নিন। মুসীবতের সময় ধৈর্য ধারণকারীদের উপর **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর দয়ায় কিয়ামতের দিন অসংখ্য নেয়ামত ও সম্মান করবেন।

উত্তম চরিত্রের অধিকারী, নবীদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: যখন আমি আমার কোন বান্দার শরীরে বা তার সন্তান বা তার সম্পদের মধ্যে কোন ধরণের মুসীবত প্রেরণ করি এবং সে তা যদি হাস্যোজ্জ্বল ভাবে ধৈর্যের মাধ্যমে গ্রহণ করে, তবে কিয়ামতের দিন আমার লজ্জা হবে যে, আমি তার জন্য মীযান প্রতিষ্ঠা করি বা তার আমল নামা খুলি।" (কানযুল উম্মল, কিতাবুল আখলাক, কসমুল আকওয়াল, আস সবরু আলা হওকা ওয়াল আকারিব, ৩য় খন্ড, ২/১১৫, হাদীস- ৬৫৫৮) অবশ্য যদি ধৈর্যের আঁচল হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে বা শরয়ী কারণ ব্যতীত কাউকে প্রকাশ করে অকৃতজ্ঞতার শব্দ মুখ থেকে বের করে মূর্খতা করে থাকে তবে **স্মরণ রাখবেন!** সাওয়াব অর্জন তো দূরের কথা উল্টো ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যেমনি ভাবে **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সর্দার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মুসীবতের সময় উরুতে হাত মারা সাওয়াবকে নষ্ট করে দেয়।"

(ফিরদৌসুল আখবার, বাবুজ জাদ, ২/৪২, হাদীস- ৩৭১৭)

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; যার নিকট কোন মুসীবত আসে এবং সে এটার কারণে তার কাপড় ফেটে ফেলে বা মুখমণ্ডল থাপড়াই বা জামার আস্তিন ছিদ্র করে বা চুল টানে, তবে প্রকৃত পক্ষে সে **আল্লাহ্ তাআলার** সাথে যুদ্ধ করার জন্য বল্লম উঠিয়ে নিল। (কিতাবুল কাবায়ির, ২২৬ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকেও কারবালার শহীদগণ ও বন্দিদের সদকায় মুসীবতের উপর ধৈর্য ধারণ ও ঐ মূহুর্তে অভিযোগ করা থেকে বাঁচার তাওফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পাপাত্মা ইয়াজিদ দুনিয়া ও সম্পদের ভালবাসার কারণে ধ্বংস হয়েছে। ঐ জালিম দূর্ভাগা ইমামে আলী মকাম সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর স্বত্তা ও তাঁর ক্ষমতাকে ক্ষতির কারণ মনে করত। অথচ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নিকট এই ক্ষণাস্থায়ী দুনিয়ার সাথে কি সম্পর্কে ছিল? তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ সমস্ত মুসলিম উম্মাহর অন্তরের বাদশা ছিলেন, এখনো রয়েছেন আর চিরকাল থাকবেন। কিন্তু ঐ দূর্ভাগা ধন-সম্পদের নেশায় মাতাল হয়ে নিজের আখিরাতের পাশাপাশি দুনিয়াও ধ্বংস করে দিল। দুনিয়ার ভালবাসা ফিৎনা ফ্যাসাদের কারণ। যেমন-

হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ থেকে বর্ণিত: حُبُّ الدُّنْیَا رَأْسُ کُلِّ خَطِیْئَۃٍ অর্থাৎ দুনিয়ার ভালবাসা মতল পাপের মূল। (জামে সগীর, ২২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৬৬২)

এমনিভাবে **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: "যাকে দুনিয়ার ভালবাসার শরবত পান করানো হলো, সে তিনটি জিনিসের স্বাদ উপলব্ধি করতে পারবে। (১) এমন কঠোরতা যেটার দূর্বলতা দূর হবে না। (২) এমন লোভ, যেটা থেকে সে ধনী হবে না। (৩) এমন অভিলাষ, যেটা সে কখনো পরিপূর্ণ করতে পারবে না। কেননা, দুনিয়া অন্বেষণকারী এবং যা অন্বেষণ করা হয়। এই কারণে যে দুনিয়া অন্বেষণ করে, আখিরাত তাকে মৃত্যু পর্যন্ত অন্বেষণ করতে থাকবে। যখন সে মারা যাবে, তবে সে তাকে ধরবে। আর যে আখিরাত অন্বেষণ করল, দুনিয়া তাকে খুঁজতে থাকবে, এমনকি সে তাতে তার রিযিক অর্জন করে নিবে।

(তাবারানী কবীর, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, ১০ম খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা, নং- ১০৩২৮)

অন্য এক হাদীসে পাকে রয়েছে: "দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়েকে যদি ভেড়ার পালে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে এতটা ক্ষতি হবে না যতটা ধন-সম্পদের লোভ এবং খ্যাতি মানুষের দ্বীনকে ক্ষতির মধ্যে পৌঁছিয়ে থাকে।"

(জামে তিরমিযী, কিতাবুজ যুহ্দ, ১৮৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৩৭৬)

স্মরণ রাখবেন! যে ব্যক্তি তার ঈমানের হিফাযতের চিন্তা করে, তবে সে দুনিয়ার রঙ্গিন এবং তার আরাম আয়েশের ধোঁকায় পড়বে না। এই কারণে আমাদেরও উচিৎ দুনিয়ার ধ্বংসযজ্ঞ স্বাদে ব্যস্ত না থেকে সব সময় নিজের ঈমানের নিরাপত্তা এবং কবর ও আখিরাতের কল্যাণের চিন্তা করা।

www.dawateislami.net

অবশ্যই একজন মুসলমানের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ তার ঈমান। যদি ঈমান নিরাপদ থাকে তবে মুক্তির আশা করা যায়। আর যদি **আল্লাহ্**র পানাহ! অধিক গুনাহের কারণে ও অকল্যাণের কারণে ঈমান যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তবে মুক্তির কোন পথ নেই।

তাজ তখত ও হুকুমত দে, কাছরতে মাল ও দওলত মত দে।
আপনি রিযা কা দে দে মজদা, ইয়া আল্লাহ মেরী ঝুলী ভরদে।

কিতাব "কারবালার ঘটনা" এর পরিচয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কারবালার ঘটনার ব্যাপারে আরো অধিক জানতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৯২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "কারবালার ঘটনা" এর অধ্যায়ন খুবই উপকারী। এই কিতাবের মধ্যে আহলে বাইত ও খোলাফায়ে রাশেদীনগনের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان ফযীলত বর্ণনার পাশাপাশি কারবালার ঘটনার বিভিন্ন ফুল সমূহ বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এমনকি ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর শাহাদাতের পর ইয়াজিদীদের পক্ষ থেকে মক্কা ও মদীনায় ধ্বংসাত্মক ফিৎনা এবং তাদের কুকর্মের পরিণতি ও বর্ণনা করা হয়েছে। এই জন্য আজিই এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদিয়ে দিয়ে সংগ্রহ করে নিন ও পড়ে নিন এবং অন্যান্য ইসলামী ভাইদেরকেও এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** থেকে এই কিতাব পড়তে **(Read)** পারবেন, ডাউনলোডও **(Download)** করতে পারবেন এবং প্রিন্ট আউটও **(Printout)** করতে পারবেন।

জামেয়াতুল মদীনার পরিচয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবা ও আহলে বাইতগণের رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین ফয়েয পাওয়ার জন্য এবং অন্যান্য নেক কাজের মধ্যে স্থায়িত্বের জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়াটা খুবই উপকারী এই কারণে আপনার কাছে মাদানী অনুরোধ যে,

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে সব সময় সম্পৃক্ত থাকুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আখিরাতের অসংখ্য কল্যাণ অর্জিত হবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ৯৭টিরও বেশি বিভাগের মধ্যে সুন্নাতের খেদমতে ব্যস্ত। সেগুলোর মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের "জামেয়াতুল মদীনা" সর্ব প্রথম ১৯৯৫ সালে বাবুল মদীনা করাচীর মধ্যে নিউ করাচীর এলাকা গোধার কলোনীর মধ্যে খোলা হয়েছে। আর আজ পর্যন্ত পাকিস্তানের অনেক শহর ব্যতীত اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে উদাহরণস্বরূপ ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নেপাল এবং বাংলাদেশ ইত্যাদির মধ্যেও জামেয়াতুল মদীনা পুরুষদের জন্য এবং জামেয়াতুল মদীনা মহিলাদের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যেখানে হাজারো ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন ইলমে দ্বীন অর্জন করে নিজের তৃষ্ণা নিবারণ করছে এবং অন্যদেরকেও জ্ঞানের আলোতে আলোকিত করতে ব্যস্ত । জামেয়াতুল মদীনার বৈশিষ্ট্য এটাই যে, এ সব জামেয়াতুল মদীনার মধ্যে ছাত্রদেরকে শুধুমাত্র ইলমে দ্বীন শিখানো হচ্ছে তা নয়। বরং তাদের চরিত্র ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রতি মনযোগ দেওয়া হচ্ছে।

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এই সব ছাত্রদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করে বলেন: "আমি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র জামেয়াতুল মদীনার ছাত্রদের খুবই ভালবাসি এবং তাদের সদকায় আমার জন্য ক্ষমার দোয়া করে থাকি।" اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ জামেয়াতুল মদীনার ছাত্ররা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়াও অন্যান্য নফলও আদায় করে থাকেন এবং অনেক সংখ্যক ছাত্ররা মিলে সালাতুত তাওবা, তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশতের নামাযের গুরুত্বও দিয়ে থাকেন। এই জন্য আমাদেরও উচিৎ যে আমাদের বাচ্চাকে জামেয়াতুল মদীনার মধ্যে ভর্তি করিয়ে তার এবং নিজের দুনিয়া ও আখিরাত মঙ্গলময় করা।

আল্লাহ্ করম এয়ছা করে তুঝ পে জাহাঁ মে,
এয়্য দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধুম মাচি হো।

www.dawateislami.net

বয়ানের সারাংশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানে আমরা পাপাত্মা ইয়াজিদ এবং তার অপবিত্র দলের ফিৎনা-ফ্যাসাদ, জুলুম-নির্যাতন ও তার পরিণতির ব্যাপারে শুনলাম। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ ফিৎনা-ফ্যাসাদ ও জুলুম-নির্যাতনের ব্যাপারে প্রথমেই বিস্তারিত ভাবে ইরশাদ করে দিয়েছেন যে; "সর্ব প্রথম আমার সুন্নাত পরিবর্তনকারী বনু উমাইয়ার ইয়াজিদ নামক ব্যক্তিই হবে।" এমনকি এটাও ইরশাদ করেছেন: "আমার উম্মতের মধ্যে ন্যায় পরায়নতা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং তার পর বনু উমাইয়ার ইয়াজিদ নামক এক ব্যক্তি এসে ন্যায় পরায়নতা ও ইনসাফের মধ্যে প্রতি বন্ধকতা সৃষ্টি করবে।" আর সেটাই হল, সেই হতভাগা ন্যায় পরায়নতা ও ইনসাফকে ছিদ্র করে ইতিহাসের পাতায় জুলুম নিপীড়নে কাহিনী লিখনো। যেই পড়েন তার শরীর শিউরে উঠে এবং চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়। এই হতভাগার জুলুম থেকে মক্কা মদীনার সাধারণ অধিবাসী সহ সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এমনকি আহলে বাইতে আতহার এবং হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ পর্যন্ত সুরক্ষিত ছিলেন না। ইমাত হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর শাহাদাতের পর সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ১০ হাজারের চেয়ে অধিক ব্যক্তিকেও শহীদ করা, সূদ, মদ, দুশ্চরিত্রকে সমর্থন দেওয়া, ভাই বোনের মধ্যে বিয়ের প্রথা চালু করা। **আল্লাহ্**র পানাহ! মদীনা শরীফকে ঘোড়ার ময়লাতে ময়লাযুক্ত করা। কা'বা শরীফের উপর পাথর নিক্ষেপ করা এবং সেটার পবিত্র গিলাফকে জ্বালিয়ে ফেলা। ইয়াজিদের গুনাহের ভান্ডার এরূপ ছিল যে, যেটার কারণে সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নিকট এই সন্দেহ জেগেছিল যে, হয়ত সে সব লোকদের উপর আসমান থেকে শাস্তি স্বরূপ পাথর বর্ষণ হতে পারে।

অবশেষে এটাই সত্য যে, মন্দ কাজের পরিণাম মন্দই। অতঃপর কারবালার ঘটনার কিছুকাল পর ইয়াজিদকে এক মহিলা ধারালো ছুরির আঘাতে হত্যা করে তার মৃত লাশটি মরুভূমিতে নিক্ষেপ করল। এমনকি অন্যান্য ইয়াজিদিদেরকেও মুখতার সাখ্ফীর হাতে অপদস্থ হতে হয়েছিল। নিঃসন্দেহে ইয়াজিদ ও ইয়াজিদিদের অপবিত্র কাজের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াবাসী খারাপ উপাধির মাধ্যমে স্মরণ করবে।

www.dawateislami.net

যেমন ভাবে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ও ইয়াজিদকে অপবিত্র বলার শরয়ী অনুমতি এবং তার ব্যাপারে ভাল শব্দ ব্যবহার করা উদাহরণ স্বরূপ ঐ অপবিত্রকে আমীরুল মু'মিনীন বলা বা তার সাথে رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলার ব্যাপারে নিষেধ করেছেন। এমনকি পাপাত্মা ইয়াজিদের জন্য ভাল শব্দ ব্যবহারকারীদেরকে তিরষ্কার করতে গিয়ে তাদেরকে আহলে বাইতের সাথে শত্রুতা পোষণকারীদের সাথে তুলনা করেছেন। বরং খোলাফায়ে রাশেদা হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইয়াজিদকে رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলার কারনে এক ব্যক্তিকে বেত্রাঘাত করেছেন।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সাহাবা ও আহলে বাইতের رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ اَجْمَعِين গণের ভালবাসায় বাঁচার ও মৃত্যু বরণ করার তাওফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১২ মাদানী কাজের মধ্য থেকে এক মাদানী কাজ "মাদানী কাফেলা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহাবায়ে কিরাম ও আহলে বাইতে আতহারের ভালবাসা ও প্রেমের সূধা পান করা, করানো, কারবালার শহীদদের দৃষ্টান্তাহীন উৎসর্গ সমূহ স্মরণ তাজা করতে এবং তাঁদের মাদানী বার্তা পুরো দুনিয়ায় ব্যাপক করার জন্য তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্ব ব্যাপি অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের বড় ছোট কাজে অংশ নিন। যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্য থেকে মাসিক এক মাদানী কাজ। **আল্লাহ্**র রাস্তায় সফরকারী মাদানী কাফেলার মধ্যে **আল্লাহ্**র রাস্তায় সফর করার ব্যাপারে অনেক ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন- হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا থেকে বর্ণিত; **উভয় জাহানের তাজওয়ার, সুলতানে বাহরুবর, হুযুর আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তির অন্তর **আল্লাহ্**র রাস্তার মধ্যে ভয়ের কারণে কম্পিত হয়। তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর জাহান্নামকে হারাম করে দেন।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ, হাদীস- ২৪৬০২) অন্য আর এক জায়গায় ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

"যে বান্দার পাদ্বয়ে **আল্লাহ্**র রাস্তার মধ্যে ধূলা-বালি লাগে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।" (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সাইর, হাদীস- ২৮১১) আসুন! আপনাদের শিক্ষা ও উৎসাহের জন্য একটি মাদানী বাহার উপস্থাপন করছি। যেমন-

এই পরিবেশ নগন্যকে অনন্য বানিয়ে দিয়েছে

শাহদারাহ (মারকাযুল আউলিয়া লাহোর, পাঞ্জাব, পাকিস্তান) এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ; আমি আমার বাবা-মার একমাত্র সন্তান ছিলাম। অতিরিক্ত ভালবাসা আমাকে নির্বোধ ও মা বাবার জঘন্য অবাধ্য বানিয়ে দিল। গভীর রাত পর্যন্ত বাইরে ঘুরে বেড়াতাম আর সকালে দেরী পর্যন্ত ঘুমাতাম। মা-বাবা বুঝালে তাদেরকে বকা দিতাম, তারা অনেক সময় কেঁদে দিতেন। দোয়া করতে করতে মায়ের চোখ ভিজে যেত। ঐ মহান মূহুর্তের প্রতি লাখো সালাম, যেই মূহুর্তে আমার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এক আশেকে রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য অর্জন হয় এবং তিনি আমাকে স্নেহ ভালবাসা দিয়ে ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমি পাপী গুনাহগারকে মাদানী কাফেলায় সফর করার জন্য তৈরী করলেন। অতঃপর আমি আশেকানে রাসূলদের সাথে তিন দিনের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম। জানি না এই সব আশেকানে রাসূলগণ তিন দিনের মধ্যে কি মিশিয়ে আমাকে খাইয়ে দিলেন। আমার মত জেদী মানুষের পাথরের মত অন্তরকে যার মা-বাবা চোখের পানিতেও নরম করতে পারেনি, তা মোমের মত গলে গেল। আমার অন্তরে মাদানী পরিবর্তন এসে গেল এবং আমি মাদানী কাফেলার মধ্যে নামাযী হয়ে গেলাম। ঘরে এসে সালাম করলাম, বাবার হাতে চুমু খেলাম, আম্মাজানের কদমে চুমু খেলাম। ঘরের অধিবাসীরা আশ্চর্য হয়ে গেল। এর কি হয়ে গেল, যে কাল পর্যন্ত কারো কথা শুনার জন্য প্রস্তুত ছিল না, আজ সে এত ভদ্র হয়ে গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফেলার মধ্যে আশেকানে রাসূলদের সংস্পর্শের কারণে আমার পুরোপুরি পরিবর্তন হয়ে গেল এবং এই বর্ণনা দেওয়ার সময় আমার বেনামাযী মুসলমানদের ফজরের নামাযের জন্য জাগানোর সাদায়ে মদীনা দেওয়ার দায়িত্ব মিলল। (**দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের মধ্যে মুসলমানদের ফজরের নামাযের জন্য জাগানোকে সাদায়ে মদীনা বলা হয়)

www.dawateislami.net

কর সফর আয়ে গি তুম ছুদর জায়োগি,
মাঙ্গোঁ চল কর দোয়া কাফেলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে (মূলত) আমাকে ভালবাসল আর যে আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবিহ, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৭৫)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইমামা (পাগড়ী) শরীফের সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা ১৬৩ মাদানী ফুল থেকে ইমামা বাঁধার সুন্নাত ও আদাব শুনি:

নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ছয়টি পবিত্র ও মহান বাণী: ✱ "পাগড়ী সহকারে দুই রাকাত নামায পাগড়ী বিহীন সত্তর (৭০) রাকাত (নামাযের) থেকে উত্তম।" (আল ফিরদৌস বিমাসুওরীল খাত্তাব, ২য় খন্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩২৩৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত) ✱ "আমাদের এবং মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য হল টুপির উপর পাগড়ী (পরিধান করা)। মুসলমান নিজের মাথায় প্রত্যেক প্যাঁচ দেওয়াতে কিয়ামতের দিন তার জন্য একটি নূর দান করা হবে।" (আল জামেউস সগীর লিস সুয়ূতী, ৩৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৭২৫) ✱ "নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তা'আলা** ও তাঁর ফেরেশতারা জুমার দিন পাগড়ী পরিধানকারীর উপর দরূদ প্রেরন করেন।" (আল ফিরদৌস বিমাসুওরিল খাত্তাব, ১ম খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস-৫২৯) ✱ "পাগড়ী সহকারে নামায পড়া দশ হাজার নেকীর সমপরিমাণ।" (প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৮০৫। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২২০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

✱ "পাগড়ী সহকারে একটি জুমা পাগড়ী বিহীন সত্তরটি জুমার সমান।" (তারিখে মদীনা দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৩৭তম খন্ড, ৩৫৫ পৃষ্ঠা, দারুল ফিক্‌র, বৈরুত) ✱ "পাগড়ী আরবের মুকুট স্বরূপ। তোমরা পাগড়ী বাঁধো, তোমাদের পদ মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। যে ব্যক্তি পাগড়ী বাঁধবে, তার জন্য প্রতিটি প্যাঁচের বিনিময়ে একটি করে নেকী রয়েছে।" (কানযুল উম্মাল, ১৫ম খন্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা, নং- ৪১১৩৮) ✱ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১১৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"বাহারে শরীয়াত"** কিতাবের ৩য় খন্ডের ৬৬০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: পাগড়ী দাঁড়িয়ে আর পায়জামা বসে পরিধান করুন। যে ব্যক্তি এর বিপরীত করবে (অর্থাৎ দাঁড়িয়ে পায়জামা পরিধান করবে এবং বসে বসে পাগড়ী বাঁধবে) সে এমন রোগে আক্রান্ত হবে যার কোন ঔষধ নেই। ✱ পাগড়ী বাঁধার পূর্বে থামুন আর ভাল ভাল নিয়্যত করে নিন, যদি ভাল নিয়্যত না হয়, তাতে সাওয়াব পাওয়া যাবে না। এজন্য অন্তত এই নিয়্যত করে নিন; **আল্লাহ্ তা'আলা**র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য সুন্নাত হিসেবে ইমামা বাঁধছি। ✱ যথারীতি নিয়ম হল পাগড়ীর প্রথম প্যাঁচটি মাথার ডান দিকে যাবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ১৯৯ পৃষ্ঠা) ✱ **খাতামুল মুরসালীন, রাহমাতুলিল আলামীন, রাসুলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাগড়ীর শিম্‌লা (বা প্রান্ত) প্রায়শ পেছন দিকেই (অর্থাৎ পিঠ মোবারকে) থাকত। আবার কখনো কখনো ডান দিকে। কখনো দুই কাঁধের মাঝখানে দুইটি শিম্‌লা থাকত। শিম্‌লাকে বাম দিকে রাখা সুন্নাতের পরিপন্থি। (আশিয়াতুল লুমআত, ৩য় খন্ড, ৫৮২ পৃষ্ঠা) ✱ পাগড়ীর শিম্‌লার পরিমাণ কমপক্ষে চার আঙ্গুল। ✱ সর্বাধিক (পিঠের আধাআধি পর্যন্ত) অর্থাৎ প্রায় এক হাত। মাঝখানে আঙ্গুলের আগা থেকে কুনুই পর্যন্ত পরিমাপকে এক হাত বলা হয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা) ✱ কিবলামুখি হয়ে দাঁড়িয়ে পাগড়ী বাঁধবেন। (কাশফুল ইলতিবাস ফি ইসতিহবা বিল লিবাস লিস শায়খ আব্দুল হক দেহরভী, ৩৮ পৃষ্ঠা) ✱ পাগড়ী যেন আড়াই গজের কম না হয়, আর ছয় গজের বেশি না হয়, কেননা সেটিই সুন্নাত। আর সেটার বাধাঁ যেন গম্বুজের মত হয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা) ✱ রুমাল যদি বড় হয়, আর এতটি প্যাঁচ দেওয়া যায়, যা দ্বারা মাথা ঢেকে যাবে, তা হলে সেটি পাগড়ীই হয়ে গেল। ✱ পক্ষান্তরে ছোট রুমাল, যা দ্বারা শুধু দুই এক প্যাঁচ দেওয়া যায়, সেটি বাঁধা মাকরূহ। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭ম খন্ড, ২৯৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

✱ পগড়ী যখন নতুন ভাবে বাঁধতে হয় তখন যেভাবে বেঁধেছেন ঐভাবে খুলবেন একসাথে মাটিতে পড়তে দিবেন না। (আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩০০ পৃষ্ঠা) ✱ যদি প্রয়োজনে কেউ পাগড়ী নামিয়ে (খুলে) ফেলে। পুনরায় বাঁধার নিয়্যত করল। তা হলে এক একটি করে প্যাঁচ খুলে নেওয়াতে এক একটি করে গুনাহ্ মিটিয়ে দেওয়া হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২১৪ পৃষ্ঠা) আমামা শরীফ ৬টি ডাক্তারী উপকারিতা লক্ষ্য করুন। ✱ যারা মাথা খোলা রাখে, তাদের চুলে গরম, ঠান্ডা, রোদ অন্যান্য ক্ষতিকর বস্তু সরাসরি প্রভাবিত করে, যার কারণে শুধু চুল নয় বরং মস্তিস্ক এবং চেহারায় তার প্রভাব পড়ে এবং শরীরে ক্ষতি হয়, তাই সুন্নাত অনুসরণের নিয়্যতে পাগড়ী বাঁধার উভয় জগতে কল্যাণ রয়েছে। ✱ ডাক্তারী বিশ্লেষণ অনুযায়ী মাথা ব্যথার জন্য পাগড়ী শরীফ পরিধান করা অনেক উপকারী। ✱ পাগড়ী শরীফের মাধ্যমে মস্তিস্কে শক্তি যোগায় এবং স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পায়। ✱ পাগড়ী মোবারক বাঁধার ফলে স্থায়ী সর্দি হয় না, হলেও তার প্রভাব কম হয়। ✱ পাগড়ী শরীফের শিমলা বেহুশ, অর্ধাঙ্গ রোগ হতে রক্ষা করে, কেননা পাগড়ীর শিমলা হারাম মজ্জাকে সাময়ের প্রভাব যেমন; ঠান্ডা, গরম ইত্যাদি হতে রক্ষা করে। ✱ পাগড়ীর শিমলা উন্মত্ততার আশংকা কমিয়ে দেয়।

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলেন তখন **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মাণিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এটাই পড়ে থাকে।"

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে,তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র,যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net